

AQD / মডিউল = ৩

1

ইতিহাস

আকীদা

বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব

মানব অন্তরে আকীদার সূচনা-উপলব্ধি

মানব প্রকৃতির সর্বপ্রথম আকীদা

আকীদায় বিভ্রান্তির সূচনা

মানব অন্তরে আকীদার সূচনা-উপলব্ধি

2

আল্লাহ্ বলেন-

﴿سَنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾

“বিশ্বজগতের প্রান্তদেশে ও তাদের নিজেদের মধ্যে আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব যাতে তাদের কাছে এ বিশ্বাস ও আকীদা সুস্পষ্ট হয় যে, এ কুরআন সত্য; তোমার রবের জন্য এটাই যথেষ্ট নয় কি যে, তিনি সকল বিষয়ে সাক্ষী?” [সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ, আয়াত: ৫৩]

প্রতিদিন আমরা নিজস্ব কর্ম ও কর্তব্য সাধনে আকীদার সম্মুখীন হই। আমাদের সমস্ত চেষ্টা-সাধনা-অভিপ্রায় উন্মুখ থাকে এক অদৃশ্য সত্তার কৃপার জন্য। তার নিকট-ই স্থায়ী কর্মের প্রতিদান কামনা করি। যেমন, ব্যবসায়ী মূলধন বিনিয়োগ করে লাভের জন্যে, অসুস্থ ব্যক্তি চিকিৎসা গ্রহণ করে সুস্থতার জন্য, কৃষক বীজ বপন করে ফসলের জন্য এক অদৃশ্য সত্তার প্রতি ভরসা করে। ঠিক তেমনই ভাবে সকল মুখাপেক্ষী ও পরনির্ভরশীল ব্যক্তি-ই আশা-ভরসার জন্য এক মহান সত্তা তথা আল্লাহর অনুগ্রহে বিশ্বাসী।

أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ

আল্লাহ বলেন, “মানুষ যা চায়, তা-কি সে পায়?

(না-পায় না; জেনে রাখ) পূর্বাপর সমস্ত মঙ্গলই আল্লাহর হাতে।” [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ২৪-২৫]

মানুষের অক্ষমতার আরো উদাহরণ হলো- মানুষ শান্তি, নিরাপদ ও পরস্পর মিল মহব্বতে বাস করতে চাইলেও পারে না, পাহাড়সম বাধা আর সমুদ্রের সারি সারি ঢেউয়ের ন্যায় জটিলতা এসে হাজির হয়।

মানুষের সবচেয়ে বড় অক্ষমতার প্রমাণ স্থায়ী মন ও সত্তার সাথে বৈরিতা। তবে আল্লাহ মুমিনদের ওপর খাস রহমত তথা শান্তি অবতীর্ণ করেন। এসব ব্যাপার ও বিষয়বস্তু মানুষের ক্ষমতার বাইরে, সাধের অতীত; আর এখানেই আল্লাহর পরিচয়। ফলে স্বভাবত মানুষ আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। এটা-ই তার প্রকৃতিগত ও স্বভাবসিদ্ধ।

মানব প্রকৃতির সর্বপ্রথম আকীদা

ইসলাম হচ্ছে স্বভাবজাত দীন ও জীবন ব্যবস্থা। ইসলামী আকীদার সাথে সামঞ্জস্য করে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে; তাই সৃষ্টির শুরু থেকেই ইসলামী আকীদার সূচনা। এই দীনের উপরই এই পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম আ. কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো। কেননা আল্লাহ তাকে তার দীনের জন্য মনোনীত করেছেন বলে কোরআনে নিজেই ঘোষণা দিচ্ছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

আল্লাহ আদম, নূহ, ইব্রাহিমের বংশধরগণ ও ইমরানের বংশধরগণকে মনোনীত করে সমস্ত জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩৩)

এছাড়া মানুষের রূহ সৃষ্টি করার পরই মহান আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকের কাছ থেকে তার তাওহীদের স্বীকৃতি নিয়েছিলেন-

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

আর যখন তোমার পালনকর্তা বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং নিজের উপর তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করালেন, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? তারা বললো: অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করছি। (আরাফ ১৭২)

এই আয়াত থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, তাওহীদ তথা একত্ববাদের আকীদাই মানব প্রকৃতির সর্বপ্রথম আকীদা।

পরবর্তীতে শিরকের জন্ম হয়। যেমনটি হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন-

إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُم ، وَإِنَّهُمْ أَنتَهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ ، وَحَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَخَلَلْتُ لَهُمْ ، وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا

আমি আমার বান্দাদের প্রত্যেকেই একনিষ্ঠ (মুসলিম) করে সৃষ্টি করেছি; তারপর তাদের কাছে শয়তান এসে তাদেরকে দীন থেকে বিচ্যুত করে দিয়েছে। আমি তাদের জন্য যা হারাম করেছি; শয়তান এসে তা তাদের কাছে হালাল করে দিয়েছে; এবং আমার সাথে শরীক সাব্যস্ত করার নির্দেশ দিয়েছে; যার ব্যাপারে আমি কোন দলীলই নাযিল করিনি। (সহীহ মুসলিম ৭৩৮৬)

এই হাদীস থেকেও একথা প্রতীয়মান হয় যে জন্মলগ্ন থেকেই মানুষ ইসলামী আকীদা পোষণ করে আসছে। স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস ইসলামী চিন্তা ধারায় একে বলা হয় ফিতরাহ সহজাত প্রবৃত্তি যা দিয়ে মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ অন্তরে স্রষ্টার অনুভূতি। ইতিহাসে কখনো এমন হয়নি যে কোন সভ্যতা বা সম্প্রদায়ের সকলে মিলে স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে; ইতিহাস সাক্ষী যে, সকল সভ্যতাই ঐশ্বরিক সত্তার উপাসনা করেছে।

আকীদায় বিভ্রান্তির সূচনা

5

আল্লাহ তখনই নবী-রাসূলদের প্রেরণ করেছেন, যখন মানব সমাজে বিচ্যুতি ঘটেছে, নৈতিক পতন এসেছে, যখন তারা নিজদের সৃষ্ট বস্তুর ইবাদত ও পূজা অর্চনায় মগ্ন হয়েছে। যেমন- সূর্যের ইবাদত। কারণ সে নিয়মানুবর্তিতা বজায় রেখে সর্বদা উদিত হয়; এর দ্বারা তারা উপকৃত হয়। মানুষ এক সময় পিতার উপাসনা করেছে। কারণ, সে দুনিয়ায় আসার মাধ্যম, শক্তির আধার। আরেকটু অগ্রসর হয়ে গোত্রপতির উপাসনা শুরু করেছে। কারণ, সে সমাজপতি, তার ক্ষমতাই বেশি, তার শক্তিই প্রবল। যেমন, আদি মিসরবাসীরা ফির'আউনের ইবাদত করেছে।

পরবর্তীতে আকীদায় বিভ্রান্তি দেখা দিলে আল্লাহ তায়ালা নূহ আ. কে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। সুতরাং নূহ আ.-এর যুগে মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম আকীদায় বিভ্রান্তি দেখা দেয়।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে। আর তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুতঃ কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি; কিন্তু পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর নিজেদের পারস্পরিক জেদবশতঃ তারাই করেছে, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ ঈমানদারদেরকে হেদায়েত করেছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদ লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, সরল পথ বাতলে দেন। (বাক্বারা ২১৩)

“সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিলো-এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে কাসীর রাহি. নিম্নোক্ত হাদীস দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন-

عن ابن عباس ، قال : كان بين نوح و آدم عشرة قرون ، كلهم على شريعة من الحق . فاختلَفوا ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين
নুহ এবং আদম আ.-এর মাঝে ছিলো ১০ শতাব্দি. এবং তার প্রত্যেকেই সত্য শরিয়াহ (ইসলাম)-এর উপর ছিলেন। তারপর তার মতভেদ করলো; তখন আল্লাহ নবী পাঠালেন সুংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। (ইবনে কাসীর ১/২১৮)

ইসলামী আকীদার মৌলিক দিকগুলো হচ্ছে : আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, রাসূল, পরকাল ও তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস।

মানবীয় জীবনে ইসলামী আকীদার প্রভাব প্রত্যক্ষ করার জন্য উম্মতের প্রথম সারির মানুষদের (সাহাবায়ে কেরাম) জীবনাচার ও কর্মধারা পর্যালোচনা করাই যথেষ্ট। তারাই মুসলিম মিল্লাতের প্রথম কাফেলা যারা নিজ জীবনে কুরআন ও সুন্নাহ বাস্তবায়ন করেছেন, প্রভাবিত হয়েছেন তাতে বর্ণিত আকীদা ও বিশ্বাসে।

১. তাওহীদ : এটি ইসলামী আকীদার মূল ভিত্তি। ইতিহাস পর্যালোচনার মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, মানব জীবনে সবচেয়ে বেশী প্রভাব সৃষ্টিকারী হচ্ছে তাওহীদ। এ আকীদা গ্রহণকারী একজন মানুষ যে পরিমাণ ত্যাগ ও কঠিন কর্ম সম্পাদন করতে পারে, তা এ আকীদা পোষণকারী ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তাওহীদের প্রভাব সে ব্যক্তির মধ্যেই বিকশিত হবে, যে একে আলিঙ্গন করবে এবং এর রঙে রঙিন হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি ব্যাটারী বিদ্যুৎ থেকে যে পরিমাণ চার্জ সংগ্রহ ও ধারণ করতে পারবে, সে সেই পরিমাণ-ই দায়িত্ব পালন করতে পারবে। এটাই খাঁটি তাওহীদে বিশ্বাসী একজন পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তির উদাহরণ। যে ব্যক্তি ইসলামী আকীদা থেকে শক্তি সঞ্চয় করে এবং প্রাণবন্তভাবে নিজ দায়িত্ব পালন করে, সেই হচ্ছে শাস্ত্রত দীক্ষায় দীক্ষিত প্রকৃত মুসলমান।

ইসলাম তার প্রথম যুগের অনুসারীদের দ্বারা যে দৃষ্টান্ত পেশ করেছে, তা সমগ্র মানব ইতিহাসে বিরল ও দুর্লভ। যা শুধু আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী কিংবা এদের মত উজ্জ্বল কতক নক্ষত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, যদিও তারা গৌরবময় মানব ইতিহাসের মধ্যমণি। তদুপরি তারা ছাড়াও হাজারো ব্যক্তি ও উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন, হযরত বেলাল রাযি., ইসলামের প্রথম শহীদ হযরত সুমাইয়া রাযি. প্রমুখদের ঈমানদীপ্ত ঘটনা তার প্রমাণ।

মানব কল্যাণ, পরার্থপরতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার বিবিধ ক্ষেত্রে এরূপ অনেক নযীর রয়েছে, যা অন্য আকীদায় বিশ্বাসী কোন মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় না। ইতিহাস এমন নজির গড়তে ব্যর্থ হয়েছে বারবার।

২. ইসলামী আকীদার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে, আল্লাহভীতি ও ক্বিয়ামত দিবসের বিশ্বাস। এর ফলে স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ হয়, সর্বক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নিজ দায়িত্ববোধ সদা জাগ্রত থাকে। উদাহরণস্বরূপ ওমর (রাঃ)-এর কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি ছিলেন খলীফাতুল মুসলিমীন। তিনি আল্লাহভীতি ও নিজ দায়িত্ববোধ থেকে বলেছিলেন, ‘ইয়ামানের সানআ’তেও যদি কোন গাধার পা পিছলে যায়, তাহলে সে ব্যাপারে আমিই দায়ী, কেন তার রাস্তা সমতল করে দেইনি।’

৩. এ আকিদায় উদ্ধুদ্ধ হয়ে তারা নিজ জান ও মালের মাধ্যমে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের যে নমুনা পেশ করেছেন, তার দৃষ্টান্তও বিরল। এর ওপর নির্ভর করেই জগৎ সংসারে ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সামান্য অস্ত্র ও সীমিত জনবল দিয়েই বিপুল অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত, দ্বিগুন-তিনগুন বেশী শত্রু বাহিনীর মোকাবিলায় অবিশ্বাস্য বিজয় অর্জন করেছেন।
৪. এ আকিদায় উদ্ধুদ্ধ হয়ে ন্যায্যের পক্ষে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করেছেন, তারই সুবাদে এক সময় এ পৃথিবী সর্বত্র নিরাপত্তাময় পরিবেশ বিরাজমান ছিল।
৫. সামাজিক নিরাপত্তামূলক তহবিল গঠন। এ আকিদায় উদ্ধুদ্ধ হয়ে তারা সামাজিক নিরাপত্তা মূলক তহবিল গঠন করেছেন। যার ফলে পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে, সহযোগিতার বন্ধন সুদৃঢ় হয়েছে। ঐক্য ও সম্মিলিত শক্তি বিনষ্টকারী মানবিক ব্যাধি হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত সমাজ গঠন সম্ভব হয়েছে। সহমর্মিতার সুবাতাস বয়ে বেড়াইয়েছে পুরো ইসলামি সমাজে। যা আমরা বর্তমানে প্রত্যক্ষ করি বিভিন্ন কল্যাণ মূলক কাজের জন্য ওয়াকফকৃত দান-অনুদানের ভেতরে।
৬. পারস্পরিক চুক্তির যথাযথ সংরক্ষণ। মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে যতটুকু এগিয়ে পূর্ণ মানব ইতিহাসে তার কোন দৃষ্টান্ত নেই।
৭. ধরাপৃষ্ঠে ইনসাফের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন। যা কোন জাতির ইতিহাসে বিদ্যমান নেই। তারা স্বজনপ্রীতি ও সর্বপ্রকার স্বার্থের উর্দে থেকে গরীব-ধনী, ছোট-বড়, মুসলিম-অমুসলিমদের মাঝে যে ন্যায্যবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার কোন দৃষ্টান্ত ইতিহাস আজও পর্যন্ত পেশ করতে পারেনি।
৮. ইসলামি রাষ্ট্রের অধীনে অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতার হেফাজত। তারা অমুসলিমদের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক যে স্বাধীনতা প্রদান করেছেন, তার নজির খোদ অমুসলিম রাষ্ট্রেও অনুপস্থিত।

৯. ইসলামি সমাজের আদর্শ ও ভাবমূর্তির যথাযথ সংরক্ষণ। ইসলামি সমাজে মাদকদ্রব্য, অনৈতিক কার্যকলাপের কোন প্রশ্রয় নেই। যে কারণে ইতিহাস সাক্ষ্য দিতে বাধ্য, মুসলিম সমাজে অন্য যে কোন সমাজের তুলনায় অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার উপস্থিতি ছিল একেবারেই কম। নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত বর্তমান পাশ্চাত্য বিশ্ব যে সব মরণ ব্যাধি, যেমন এইডস ইত্যাদিতে আক্রান্ত, তার সিকি ভাগও মুসলিম সমাজে বিদ্যমান নেই। যদি কোথাও তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তাও তাদের অনুসরণে অভ্যস্ত, তাদের শিক্ষায় শিক্ষিত পরিবার ও সমাজে সীমাবদ্ধ। নিকট অতীতেও যারা ইসলামের অনুসরণ করেছে, তাদের মধ্যে মানবিক অধিকার ও সম্মান নিরাপদ ছিল। তবে ইদানিং কতিপয় লোক ও গোষ্ঠি ইসলামের অনুসরণ ত্যাগ করে, আধুনিকতা ও প্রগতির নামে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসরণ করেছে, আর তাদের মধ্যেই লক্ষিত হচ্ছে পশ্চিমাদের সে অশ্লীলতা ও মরণ ব্যাধি এইডসসহ নানা মারাত্মক রোগ।

১০. ইসলামি আকিদায় বিশ্বাসী জাতির মধ্যে জ্ঞান আহরণ প্রবনতা বৃদ্ধি পায়। যার প্রমাণ মুসলিম জাতির কুরআন ও হাদিসের ব্যাপক চর্চা।

১১. এ আকিদার ফলে বিশ্বব্যাপী ইসলামি সভ্যতার আন্দোলন ঘটে। যে আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শারীরিক ও আত্মিক সাধনার মধ্যে সমন্বয় ঘটানো। ইহকাল ও পরকালের মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করা।

১২. বিশ্বময় দেশ ও জাতির মধ্যে ঐক্যের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করা। যার মূলভিত্তি ছিল এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস। তার মধ্যে ছিল না কোন ভাষা, বংশ ও জাতির বিবাদ-ভেদাভেদ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, তারা এক দেশ থেকে অন্য দেশে বিচরণ করেছে, তাতে ছিল না কোন বাধা, ভিসা কিংবা নিরাপত্তার নামে অন্য কোন হয়রানি। তাদের মধ্যে ছিল না কোন পরদেশির ভাবনা। অথচ তাদের সরকার ভিন্ন, দেশ ভিন্ন। আবার কোন কোন দেশের সঙ্গে রাজনৈতিক বিরোধ থাকলেও এক আকিদার ফলে পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন অটুট ছিল।

এ হলো ইসলামি আকিদায় গঠিত ও এর রঙে রঙ্গিন মুসলিম জাতির বর্ণীল ইতিহাস। ইসলামি সমাজের সামান্য নমুনা। সংক্ষেপে বলতে পারি, এ আকিদার দ্বারা এমন একটি জাতি তৈরি হয়, যারা হয় বিশ্বস্ত আমানতদার, সৎ-নীতিবান, আল্লাহ ভীরু ও মানবতার কল্যাণকামী। আরো একটু ব্যাপক করে বলা যায়, তারা আল্লাহর খাঁটি আবেদ আনুগত্যশীল, তারা নিজ কর্ম, চিন্তা, চেতনা, বোধ ও অনুভূতিতে আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণকারী। পূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে উচ্চারণ করে-

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রবা' [সূরা আনআম ৬:১৬২]
(আংশিক কপি)